ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ঘরের মাঠে নিউক্যাসেল ইউনাইটেডকে ১-০ গোলে হারাল বার্নলে।

মাঠে - ময়দানে

স্প্যানিশ লা লিগার অ্যাওয়ে ম্যাচে লাস পালামাসকে ৩-১ গোলে হারাল ডেপোর্টিভো লা করুণা।

কিউয়িদের বিরুদ্ধে বদলার ম্যাচে স্পটলাইটে নেহরা

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর: বিশ্বকাপ হোক বা দ্বি-পাক্ষিক সিরিজ, কোনও ধরনের মঞ্চেই টি-২০ ফরম্যাটে ভারত হারাতে পারেনি নিউজিল্যান্ডকে। ফিরোজ শাহ কোটেলায় এই ইতিহাসকেই বদলে দিতে মরিয়া টিম ইন্ডিয়া। তবে সিরিজের প্রথম ম্যাচে অবশ্য সমস্ত স্পটলাইট রয়েছে ভারতীয় পেসার আশিস নেহরার উপর। কারণ নিজের শহর দিল্লিতে এই ম্যাচ খেলার পরেই সমস্ত ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন তিনি।

প্রায় ২০ বছরের দীর্ঘ আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে মাত্র ১৬টা ম্যাচ খেলা এমন কিছু বড় বিষয় নয়। কিন্তু যদি বোলারের নাম হয় নেহরা তবে বিষয়টির গুরুত্বই আলাদা। কারণ একদিকে যেমন ২০ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলে যাওয়াটা একজন পেসারের পক্ষে সহজ কাজ নয়, তেমনই সব মিলিয়ে মোট ১২বার অস্ত্রোপচার হয়েছে তাঁর। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নেহরা বলেছিলেন, তাঁর শরীরের এমন কোনও অংশ নেই যেখানে ডাক্তারের ছুরির ছোঁয়া লাগেনি। নেহরার শেষ ম্যাচে তাঁকে একটা স্মরণীয় জয় উপহার দেওয়াই ভারতের লক্ষ্য। এই ম্যাচে একসঙ্গে দুটি কাজ করতে চাইছে ভারত। একদিকে যেমন নেহরার অবসরকে স্মরণীয় করে রাখা যাবে, অন্যদিকে কিউয়িদের বিরুদ্ধে নিজেদের সংখ্যাতত্ত্বেরও উন্নতি ঘটবে। এখন পর্যন্ত ৫ বার কিউয়িদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে প্রতিবারই হেরেছে ভারত। তার মধ্যে রয়েছে ২০১৬ টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ লিগের লজ্জার হারও। দিল্লিতে এই ইতিহাস বদলে ফেলতে চাইছে ভারত। আসলে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পাকিস্তানের মতো বড় দলগুলির বিরুদ্ধে এই ফরম্যাটে ভারতের রেকর্ড বেশ ভাল। তাই কিউয়িদের বিরুদ্ধে নিজেদের রেকর্ড কিছুটা উন্নত করতে মরিয়া তারা।

সদ্য সমাপ্ত ওয়ান ডে সিরিজে ভারত জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। বিধ্বংসী ফর্মে থাকা ভারত স্বপ্ন দেখাচ্ছে এদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের। আর এটা ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাটিংয়ে ভারতের প্রধান ভরসা অধিনায়ক বিরাট কোহলি। সদ্যই ওয়ান ডে ফরম্যাটে দ্রুততম ৯০০০ রান সম্পূর্ণ করেছেন তিনি। কিউয়িদের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচে দুটি শতরান করে ভেঙেছেন রিকি পন্টিংয়ের রেকর্ড। মোট শতরানের বিচারে এখন বিরাটের (৩২টি) আগে রয়েছেন শুধুমাত্র শচীন তেন্ডুলকর (৪৯টি)। পাশাপাশি শেষ ম্যাচে দুরন্ত শতরান করে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছে বিরাটের ডেপুটি রোহিত শর্মাও। অধিনায়ক ও সহ-অধিনায়কের মতোই রানের মধ্যে রয়েছেন শিখর ধাওয়ান ও মহেন্দ্র সিং ধোনি। তার উপরে রয়েছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। কিউয়িদের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে তেমন দাগ কাটতে পারেননি তিনি। ফলে টি-২০ সিরিজে দারুণ কিছু করার জন্য মরিয়া হয়ে রয়েছেন তিনি।

ভারতীয় ব্যাটিংয়ের তুলনায় বোলিং বিভাগ বেশ গোছানো। এই সিরিজের জন্য নির্বাচকরা স্কোয়াডে রাখেননি মহম্মদ সামি, উমেশ যাদব, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজাকে। বদলে দলে এসেছে দুই নতুন মুখ শ্রেয়স আয়ার ও মহম্মদ সিরাজ। মূলত টপ অর্ডারের ব্যাটসম্যান আয়ার প্রথম একাদশে সুযোগ পাবেন না বললেই চলে। একই কথা প্রযোজ্য রঞ্জিতে দুরন্ত বোলিং করা পেসার সিরাজের জন্যও। দল নির্বাচনের আগেই নেহরা জানিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লিতে প্রথম টি-২০ ম্যাচের পরই সব ধরণের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন তিনি। তবে দল ঘোষণার সময় নির্বাচক প্রধান এমএসকে প্রসাদ জানিয়েছিলেন দিল্লির ম্যাচে নেহরাকে খেলতে দেখা যাবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু কানপুরের শেষ ম্যাচে ভুবনেশ্বর কুমারের পারফরম্যান্স পরিস্থিতির অনেকটাই বদল ঘটিয়েছে। পান্ডিয়া স্কোয়াডে আসার পর থেকেই তাকে পঞ্চম বোলার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে সাধারণত দুই পেসার-দুই স্পিনার নীতিতে দল গড়ছে ভারত। দিল্লিতেও তার ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফলে প্রথম টি-২০ ম্যাচে নেহরাকে বোলিং ওপেন করতে দেখার পুরো সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে তার সঙ্গী হবেন যশপ্রীত বুমরাহ। দুই স্পিনার হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন অক্ষর প্যাটেল ও যজুবেন্দ্র চহাল। তবে কিউয়িদের বিরুদ্ধে জয় ছাড়া ভাবনা নেই ভারতের।

১৯৯৯ সালে মহম্মদ আজহারউদ্দিনের অধিনায়কত্বে অভিষেক হয়েছিল আশিস নেহরার। এরপর যমুনা দিয়ে গড়িয়েছে অসংখ্য গ্যালন জল। আজহারের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ব্যাটন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, রাহুল দ্রাবিড়, অনিল কুম্বলে, মহেন্দ্র সিং ধোনির হাত ঘুরে পৌঁছে গিয়েছে বিরাট কোহলির হাতে। সবক্ষেত্রেই ছিলেন নেহরা। অবসরের প্রাক্কালে এই তারকা পেসারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স ফিরে দেখল 'মাঠে-ময়দানে'।

১) ২/১৬ বনাম নিউজিল্যান্ড (অকল্যান্ড, ২০০২)

জাতীয় দলের জার্সিতে এটাই প্রথম উল্লেখযোগ্য পারফরম্যান্স নেহরার। আগের তিনটি বছরে যতটুকু সুযোগ পেয়েছেন তাতে দুর্দান্ত কিছু করে উঠতে পারেননি দিল্লির এই দীর্ঘদেহি স্পিনার। এই ম্যাচেই প্রথম বারের জন্য নিজের ক্ষমতা দেছিয়েছিলেন তিনি। সিরিজের প্রথম ম্যাচে আগে ব্যাট করে মাত্র ১০৮ রানে শেষ হয়ে যায় ভারত। জবাবে ব্যাট করতে নেমে যখন কিউয়ি ব্যাটসম্যানরা ভাবছিলেন সহজেই ম্যাচ জিতবেন, তখনই রুখে দাঁড়ান নেহরা। এই ম্যাচে তাঁর বোলিং রেকর্ড ১০-৩-১৬-২। ভারত জিততে না পারলেও প্রশংসা পেয়েছিলেন তিনি।

২) ৬/২৩ বনাম ইংল্যান্ড (ডারবান, ২০০৩)

এই ম্যাচটি নেহরার কেরিয়ারের ল্যান্ডমার্ক। ২০০৩ বিশ্বকাপে একাহাতে ইংল্যান্ডকে ১৬৮ রানে শেষ হয়ে যেতে বাধ্য করেছিল তিনি। নেহরার বোলিং রেকর্ড ছিল ১০-২-২৩-৬। ভারতীয় পেসারদের করা অন্যতম সেরা স্পেল এটি, বিশ্বকাপেরও অন্যতম সেরা বোলিং।

৩) ৬/৫৯ বনাম শ্রীলঙ্কা (কলম্বো, ২০০৫)

ইন্ডিয়ান অয়েল কাপের ফাইনালে দুরন্ত পারফরম্যান্স ছিল নেহরার। ১০-১-৫৯-৬, নেহরার এই বোলিংয়ে চমকে গিয়েছিল সকলেই। শেষ পর্যন্ত ভারত ম্যাচ জিততে না পারলেও প্রশংসা পেয়েছিলেন তিনি।

৪) ৩/২৮ বনাম ইংল্যান্ড (নাগপুর, ২০১৭)

এই বছরের শুরুতেও দুরন্ত পারফর্ম করেছেন তিনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচটিতে মূলত তাঁর বোলিংয়ে ভর করেই ম্যাচ জেতে ভারত। এই ম্যাচে তাঁর বোলিং রেকর্ড ৪-০-২৮-৩।

৫) ২/৩৩ বনাম পাকিস্তান (মোহালি, ২০১১)

২০১১ বিশ্বকাপে ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পিছনে বড় অবদান ছিল নেহরার। ব্যাটসম্যানরা বোর্ডে খুব বড় রান না তুলতে পারলেও দাপট দেখিয়েছিলেন ভারতীয় বোলাররা। আর সেরা স্পেলটা, ১০-০-৩৩-২ এসেছিল নেহরার হাত থেকেই। এই ম্যাচে চোট পেয়ে অবশ্য মাঝপথে খেলতে পারেননি তিনি। তবে সেদিন ভারতকে জেতাতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন নেহরা।

খোশ মেজাজি... ভারতীয় ক্রিকেটের সাম্প্রতিক অতীতের হিসাবে বেশ বিরল দৃশ্য দেখা গেল ফিরোজ শাহ কোটলাতে। কয়েকদিন আগেই দিল্লির ক্রিকেট কর্তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নয়াদিল্লির এই স্টেডিয়ামের একটি গেটের নাম পরিবর্তন করে প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার বীরেন্দ্র সহবাগের নামানুসারে রাখার। এদিন সেই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মুখোমুখি হয়েছিলেন সহবাগ ও ভারতীয় দলের বর্তমান কোচ রবি শাস্ত্রী। বিরাটদের হেডস্যার হওয়া নিয়ে জোর লড়াই ছিল সহবাগ ও শাস্ত্রীর মধ্যে। কোচ নির্বাচন নিয়ে সহবাগের বক্তব্য বেশ বিতর্ক সৃষ্টি করেছিল। ফলে তাঁরা মুখোমুখি হলে কি হবে তা নিয়ে জল্পনা ছিল সকলের মধ্যে। তবে এদিন বেশ খোশ মেজাজেই দেখা গেল দুই প্রাক্তনকে। নিজেদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন তাঁরা। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সহবাগ জানান, এই সিদ্ধান্ত (গেটের নাম পরিবর্তন) সম্মানিত করেছে তাঁকে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের অন্যান্য সদস্যরাও।

সোনার বল পেয়ে আপ্লুত ফোডেন

স্টাফ রিপোর্টার: যুব বিশ্বকাপের ৭টি ম্যাচে তিনটি গোল করেছেন ব্রিটিশল মিডফিল্ডার ফিলিপ ফোডেন। কিন্তু তাতে কী! অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডকে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকাও ছিল তাঁর।

জাতীয় দলের জার্সি গায়ে সকলের নজর কেড়েছেন ফিলিপ। বুদ্ধিদীপ্ত পাস, সঠিক পজিশন, অফুরন্ত স্ট্যামিনার এক অদ্ভুত মিশেল এই বছর সতেরোর ফোডেনের খেলায়। ইংল্যান্ডের জাতীয় জুনিয়র দলের কোচ স্টিভ কুপারের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ফোডেন। বর্তমানে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ী লন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জার্সি গায়ে খেলেন। তাঁর পেশাদারী মনোভাব এবং ফুটবলের প্রতি টান নজর কেড়েছে ফুটবলপ্রেমী থেকে ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ সকলেরই। সদ্য সমাপ্ত অনূর্ধ্ব ১৭ যুব বিশ্বকাপের এই মঞ্চ থেকেই যে বিশ্ব ফুটবলের ভবিষ্যত তারকারা জন্ম নিচ্ছেন, ফিলিপ ফোডেনকে দেখলে সেটা বলাই যায়। কানকাকাফ জয়ী মেক্সিকোর যুব দলের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে নিজের একমাত্র গোলটি করলেও, ফিলিপ গোল করতে সাহায্য করেছেন সতীর্থদের। আর প্রতিপক্ষ কোচ থেকে ফুটবল বিশেষজ্ঞরা সকলেই, ফোডেনের এই প্লে মেকিংয়ের দক্ষতাতে মুগ্ধ হয়েছেন বারেবারে। যুবভারতীতে স্পেনের বিরুদ্ধে ফাইনাল ম্যাচে জোড়া গোল করার পাশাপাশি সতীর্থদের দিয়েও গোল করিয়েছেন ফোডেন। মূলত তাঁর দাপটের জন্যই দু'গোলে পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত স্পেনের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। শুধু দেশকে বিশ্ব সেরা করাই নয়, নিজেও টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়ে পেয়েছেন সোনার বল। বিশ্বকাপের আসরে দেশকে চ্যাম্পিয়ন করার পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সেরার পুরস্কার পেয়ে আপ্লুত ফোডেন। আর এ কথা বলা যেতেই পারে সোনার কাঁকন কে কার অলঙ্কার। সত্যিই তো যোগ্য ফুটবলারের হাতে যোগ্য পুরস্কার উঠেছে ভারতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপের আসরে।

আদালতের রায়ে পদ গেল প্রফুলের

নয়াদিল্লি, ৩১ অক্টোবর: সফলভাবে অনূর্ধ্ব ১৭ ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন করে যখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি প্রফুল প্যাটেল, তখনই যেন বাজ পড়ল তাঁর মাথায়। জাতীয় ক্রীড়া নীতি অনুযায়ী নির্বাচিত না হওয়ায় তাকে সভাপতি পদ থেকে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিল দিল্লি হাইকোর্ট।

ভারতীয় ফুটবলের সর্বময় কর্তা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সির অসুস্থতার জেরে লাইমলাইটে আসেন প্রফুল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার সুবাদে প্রিয়'র ছাড়া পদে তাঁকেই সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। এরপর থেকে সেই পদেই রয়েছেন তিনি। গত বছর ডিসেম্বরে ২০১৭-২০ সময়সীমার জন্য ফের নির্বাচিত হন তিনি। কিন্তু এআইএফএফ'এর এক্সিকিউটিভ কমিটিতে এই প্রাক্তন অসামরিক পরিবহণ মন্ত্রীকে নির্বাচিত করলেও দিল্লি হাইকোর্ট তা অবৈধ হিসাবে ঘোষণা করেছে। বিচারপতি রবীন্দ্র ভাট ও নাজমি ওয়াজিরির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, জাতীয় ক্রীড়া নীতি মেনে এই নির্বাচন হয়নি। আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে নতুন করে নির্বাচন করতে হবে। আপাতত প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশিকে প্রশাসক নিয়োগ করেছে কোর্ট।

কমনওয়েলথ শ্যুটিংয়ে সোনা হিনার রেকর্ড গড়েও হাত খালি নারাংয়ের

গোল্ড কোস্ট, ৩১ অক্টোবর: আরও একটি পালক যুক্ত হল ভারতের তারকা শুটার হিনা সিন্ধুর মুকুটে। এবার কমনওয়েলথ শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতলেন তিনি। অন্যদিকে, নিজের ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জিতলেন দীপক কুমার। যোগ্যতা অর্জন পর্বে রেকর্ড গড়লেও মূলপর্বে গিয়ে পদক জিততে ব্যর্থ হলেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা শুটার গগন নারাং।

এক সপ্তাহ আগেই জিতু রাইয়ের সঙ্গে জুটি বেঁধে আইএসএসএফ বিশ্বকাপে ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে মিক্সড ইভেন্টে সোনা জিতেছেন হিনা। কমনওয়েলথ শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে সেই ১০ মিটার এয়ার পিস্তলেই ফের বাজিমাত করলেন হিনা। এই ইভেন্টের ফাইনাল রাউন্ডে ২৪০.৮ পয়েন্ট স্কোর করলেন তিনি। ২৩৮.২ পয়েন্ট স্কোর করে রুপো জিতলেন এলেনা গালিয়াবোভিচ। ব্রোঞ্জ জয়ী ক্রিস্টি গিলমানের সংগ্রহ ২১৩.৭ পয়েন্ট। দুজনেই অস্ট্রেলিয়ার শুটার।

অন্যদিকে, ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জিতলেন দীপক কুমার। এই ইভেন্টে ভারতের মান রক্ষা করলেন তিনি। কারণ তার সঙ্গী বাকি দুই শুটার গগন নারাং ও রবি কুমার শেষ করলেন যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে। এদিন পদক জিততে না পারলেও যোগ্যতা অর্জনের পর্বে ৬২৬.২ পয়েন্ট স্কোর করে কমনওয়েলথ রেকর্ড গড়লেন লন্ডন অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জয়ী নারাং।

রুপো ও ব্রোঞ্জ জয়ীর সঙ্গে সোনা জয়ী হিনা (মাঝে)।

ভারতের প্রশংসায় ফিফার কর্মকর্তারা

স্টাফ রিপোর্টার: যুব বিশ্বকাপের ফাইনাল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘুরে দেখলেন ব্যবস্থাপনা। কথা বলেন ফিফার আধিকারিকদের সঙ্গে। নব কলবরে যুবভারতী টেক্কা দিচ্ছে বিশ্বের আন্তর্জাতিক ফুটবল স্টেডিয়ামগুলিকে। নতুন রূপে গড়ে তুলতে অন্যতম ভূমিকা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সময়ের আগেই স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজ শেষ করেছে রাজ্য সরকার। আর নতুন যুবভারতী প্রশংসা আদায় করে নিয়েছে ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা ফিফার। আর সেজন্য যুব বিশ্বকাপের ফাইনাল আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল বাংলার ফুটবল স্টেডিয়াম। বাংলাকে বিশ্বজননী করাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য। আর গোটা বিশ্ব দেখল বাঙালির ফুটবল উন্মাদনা। দর্শক সংখ্যায় যাবতীয় রেকর্ড ভেঙে গেল। ফাইনাল দেখলেন ৬৬,৮১৪ জন। নির্বিঘ্নেই শেষ হল ফাইনাল। দর্শকরাও চিরস্মরণীয় ম্যাচ দেখে নিরাপদে বাড়ি ফিরলেন। বিশ্বকাপ আয়োজনে একশোয় একশো পেল বাংলা। কুর্নিশ এল ফিফার কাছ থেকে।

ডিফেন্স নিয়ে চিন্তিত খালিদ

স্টাফ রিপোর্টার: আই লিগের প্রস্তুতি ম্যাচে ফের হার ইস্টবেঙ্গলের। বেঙ্গালুরু এফসির কাছে হারের পর পুণে সিটি এফসি'র কাছে হারে খালিদ জামিলের দল। পরপর দুটি ম্যাচে হারের ফলে বেশ চিন্তিত ইস্টবেঙ্গল কোচ। বিশেষ করে ডিফেন্সের ফুটবলারদের পারফরম্যান্স দেখে হতাশ লাল-হলুদ কোচ খালিদ জামিল। তিনটি প্রস্তুতি ম্যাচে ৬টি গোল হজম করেছে ইস্টবেঙ্গল। তাই বেশ চিন্তিত ইস্টবেঙ্গল কোচ। ৩ নভেম্বর গোয়ার মাটিতে ইস্টবেঙ্গল চতুর্থ প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলবে গোয়া এফসি'র বিরুদ্ধে। তার আগে ডিফেন্ডারদের নিয়ে আলাদা অনুশীলন করানোর ভাবনা লাল-হলুদ কোচের। ইস্টবেঙ্গল শেষ প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলবে জামশেদপুর এফসি'র বিরুদ্ধে। ৯ নভেম্বর কলকাতায় ফিরে ফের নিজেদের মাঠে আই লিগের প্রস্তুতি শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল।

এশিয়া কাপে অব্যাহত ভারতীয় মেয়েদের দাপট

মালয়েশিয়া বধের পর ভারতের মেয়েদের উল্লাস।

কাকামিগাহারা, ৩১ অক্টোবর: এশিয়া কাপ হকিতে অব্যাহত ভারতীয় মেয়েদের সোনার ফর্ম। সিঙ্গাপুর ও চিনের পর এবার মালয়েশিয়াকে ২-০ গোলে উড়িয়ে দিল তারা। গ্রুপ লিগে ম্যাচ জয়ের হ্যাটট্রিক করে পুল 'বি' থেকে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে পরের পর্বে গেল রানি রামপালের মেয়েরা।

গ্রুপের প্রথম দুই ম্যাচে বেশ সহজ পেয়েছিল ভারত। উদ্বোধনী ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে ১০-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ভারতের মেয়েরা। দ্বিতীয় ম্যাচে চিনের বিরুদ্ধে ভারত জেতে ৪-১ গোলে। এদিন অবশ্য জেতার জন্য বেশ লড়তে হল ভারতকে। ম্যাচের ৫৪ মিনিটে বন্দনা কাটারিয়ার গোলে এগিয়ে যায় ভারত। এই গোলের রেশ কাটার আগেই ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গুরজিত কউর। গোল হওয়ার আগে পর্যন্ত তুলামূল্য লড়াই ছিল দুপক্ষের মধ্যে। এদিন অবশ্য একটি পেনাল্টি কর্ণার পেলেও তা কাজে লাগাতে পারেননি রানিরা।

প্রকাশক : পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত • স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা • মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা